তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৮

**সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট কামালকে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা পৌঁছে দিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাথলেটিক্সের সাবেক খেলোয়াড় এ. কামাল দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ। তার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আজ তাকে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত দশ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র ও এক লাখ টাকা হস্তান্তর করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আকতার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সব সময় খেলোয়াড়দের পাশে থাকেন। তাদের বিপদ আপদে সহযোগিতা করেন। তাঁর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহযোগিতার জন্য অসুস্থ কামাল প্রধানমন্ত্রী এবং যু্ব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

#

আরিফ/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৭

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

করোনা ভাইরাসজনিত কারণে সৃষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য এবং জনগণের কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করে ব্যাপক জনসমাগম পরিহার করে জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পালন করা হবে। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হচ্ছে না।

জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নতুনভাবে সাজানোর লক্ষ্যে আজ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

সভায় প্রধান সমন্বয়ক গতকাল গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাৎক্ষণিকভাবে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির যৌথসভায় তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করেন। তিনি জানান, ১৭ই মার্চ ব্যাপক জনসমাগম পরিহার করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচি পালন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমিত আকারে অনুষ্ঠান, স্মারক ডাকটিকিট ও স্মারক মুদ্রা উন্মোচন এবং স্মরণিকা ও স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। প্রধান সমন্বয়ক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বলেন, “বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন বাংলাদেশের মানুষ যেন অন্ন পায়, বাসস্থান পায়, বস্ত্র পায়’’। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মুজিববর্ষে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের গৃহ দেওয়া হবে। প্রতিটি মানুষের ঠিকানায় ঘর দেওয়া হবে। এরকম জনকল্যাণমূখী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত হবে।

আজকের সভায় পুনর্বিন্যাসকৃত উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভিন্নমাত্রায় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যাতে জনসমাগম এড়িয়ে সবাই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন। এ লক্ষ্যে আসাদুজ্জামান নূর, এমপি-কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সূচি সম্বন্ধে প্রস্তাবনা জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সবাইকে জানানো হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর, অসীম কুমার উকিল, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

লিপি/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮৬

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আলোচনা সভা**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :

 ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা আজ এনইসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে সৎ ও নির্মোহভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতার আদর্শকে লালন করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমরা আরো কঠোর পরিশ্রম করবোÑআজকের দিনে এই হোক আমাদের দীপ্ত অঙ্গীকার ।

 পরিকল্পনা সচিব মোঃ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌমেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য যথাক্রমে সাহিন আহমেদ চৌধুরী, শামিমা নার্গিস, জাকির হোসেন আকন্দ এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ আবুল কাসেম প্রমুখ

 এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৫

**জনগণের স্বাস্থ্য নয়, এখনো বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়েই চিন্তিত বিএনপি**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

'জনগণের স্বাস্থ্য নয়, এখনো বিএনপি বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়েই বেশি চিন্তিত' বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সমগ্র পৃথীবীর মানুষ এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে চিন্তিত।  আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যে প্রতিকার ও শনাক্তকরণ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে তিন জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শনাক্ত প্রক্রিয়াধীন অন্যদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিএনপি'র বক্তব্যে মনে হচ্ছে তারা করোনা ভাইরাস নিয়ে শঙ্কিত নয়, বরং চিন্তিত খালেদা জিয়াকে নিয়ে। কারণ তাদের মধ্যে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তা দেখতে পাচ্ছি। দেশের মানুষ যেটা নিয়ে চিন্তিত সেটা নিয়ে বিএনপি চিন্তিত নয়, এটি তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মনে হচ্ছে। ’

'আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, যদি জনগণের রাজনীতি করতে চান, বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি চিন্তিত না হয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হন', বলেন তথ্যমন্ত্রী ।

মুজিববর্ষে বিএনপি'র রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মুজিববর্ষে হিংসা ও বিদ্বেষের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। খালেদা জিয়া হিংসার রাজনীতিটা করেন। তার জন্ম তারিখ পাল্টে যেদিন জাতির পিতাকে হত্য করা হয়েছিলো, সেদিন তার জন্মের তারিখ নয়, তবুও সেদিন ভুয়া জন্মদিন পালন করেছেন, নিজে কেক কেটেছেন। তার সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তার সন্তান তারেক রহমানের নেতৃত্বে গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করা হয়েছিলো। যারা ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতি করে, দেশের মানুষ নিয়ে তারা চিন্তা করে না।’

'করোনা' বিষয়ে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত সে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, শুধু করোনা ইস্যু নয় যেকোনো জাতীয় ইস্যুতে দল-মত নির্বিশেষে সবার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত।

বিমানবন্দরে করোনা স্ক্যনিংয়ে কোনো ঘাটতি রয়েছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সবাইকেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমি চিকিৎসক নই, সে কারণে আমি টেকনিক্যাল উত্তর দিতে পারবো না। আমি যেটুকু জানি, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ১৫ দিন পর  শনাক্ত করা যায়। চীনে এটির উৎপত্তি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাদের উন্নত সব প্রস্তুকি ছিলো, তারাও করোনা ভাইরাস আটকাতে পারেনি। ইতালিতেও গেছে। তারা এতো কিছু প্রস্তুতি নিয়েও এই যাওয়াটা ঠেকাতে পারেনি। সেখানে বাংলাদেশ যতটা ঠেকিয়ে রেখেছে, সেটি অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভালো প্রস্তুতিরই স্বাক্ষর।'

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮৪

**দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :

 সহজে জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতে মন্ত্রণালয়ের কাজ আরো গতিশীল করতে কর্মকর্তাদের দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নিজ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুদ্ধ আচরণই শুদ্ধাচার, শুদ্ধাচার বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতা। তিনি কর্মকর্তাদের কর্মচারী আচরণ বিধিমালা যথাযথভাবে পালন এবং সহকর্মীদের সাথে শুদ্ধাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখার তাগিদ দেন এবং কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে বলেন। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের ফলে উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছে যাবে বলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ এর প্রাক্কালে তিনি প্রত্যাশা করেন।

 কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. মোঃ রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান-সহ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী তিন দিনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮৩

মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নে সমন্বয় পরিষদের সভা

**মোটরসাইকেল ভেন্ডরদের জন্য রোডম্যাপ তৈরি হচ্ছে**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

দেশীয় মোটরসাইকেল ভেন্ডরদের উন্নয়নে সরবরাহ চেইন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাইকা’র সহায়তায় একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া ভোক্তা পর্যায়ে রিটেইল ফাইন্যান্সিংয়ে সুদের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৯ শতাংশে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নে গঠিত সমন্বয় পরিষদের দ্বিতীয় সভায় এ কথা জানানো হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনের সভাপতিত্বে সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং শিল্প সচিব মোঃ আব্দুল হালিম উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি আধুনিকমানের অটোমোটিভ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে। মোটরসাইকেল উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য মোটরসাইকেল উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হতে অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়। এ সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬টি স্পেশাল ফান্ডের সুবিধা গ্রহণের জন্য অন্তর্ভুক্ত মোটরসাইকেল শিল্প মালিকদের প্রতি পরামর্শ প্রদান করা হয়। সভায় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীদের পক্ষ হতে মোটরসাইকেলের সিকেডি অনুমোদন ও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বিআরটিএ হতে  অনলাইনে সম্পন্ন করার সুবিধা প্রদানের দাবি জানানো হয়।

সভাপতির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় মোটরসাইকেল শিল্পের উন্নয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। সারা দেশের মানুষের যাতায়াত ও ব্যবসা বৃদ্ধির সাথে সাথে মোটরসাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিল্পমন্ত্রী মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীদের সকল দাবি সমন্বিত করে একটি পরিপূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের আহ্বান জানিয়ে এ সকল দাবি পূরণে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।  দেশীয় মোটরসাইকেল শিল্পের উন্নয়নে সহজ শর্ত ও প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো  এগিয়ে আসবে বলে শিল্পমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বাইরে মোটরসাইকেল রপ্তানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো মনোযোগী হতে হবে। তিনি বলেন, রপ্তানি বাজারের পাশাপাশি দেশীয় বাজারের জন্যও মানসম্মত মোটরসাইকেল উৎপাদন করতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান স্পেয়ার পার্টস আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করবে, তাদেরকে বেশি সুবিধা প্রদান করা হবে বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।  প্রতিমন্ত্রী এ সময় শুধু সরকারি ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হবার মোটরসাইকেল শিল্প মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, মোটরসাইকেল উৎপাদন শিল্পের উন্নয়ন পাশাপাশি এ শিল্পের শ্রমিকদের প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী সৎ ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদানে আরো আন্তরিক হবার ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৮২

**বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতিমন্ত্রী ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডলের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতিমন্ত্রী ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ।

তাঁরা আজ পৃথক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

ইফতেখার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৫৩ ঘণ্টা

Handout Number : 881

**Shahabuddin Ahmed appointed Ambassador to Japan**

Dhaka, 9 March :

 The Government has decided to appoint Shahabuddin Ahmed as the next Ambassador of Bangladesh to Japan.

 Ambassador - designate Mr. Shahabuddin is a former Secretary to the Government of Bangladesh and was also a member of Bangladesh Civil Service (BCS) Administration Cadre.

 Shahabuddin Ahmed obtained his Bachelor and Masters degree in Soil Science from the University of Dhaka. He also completed his MS degree in Development Finance from the University of Birmingham.

 Shahabuddin Ahmed is married and blessed with 3 children.

#

Khadiza/Mahmud/Sanjib/Joynul/2019/1740 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮০

**৬৩ জেলা ও ৩৭৮ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :

 ১৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩ জেলা ও ৮৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৮ উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

 আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

 সভায় আরো জানানো হয় ঢাকা জেলা ও ২২ উপজেলায় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৪৭০ উপজেলায় পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ২৬৩টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ এবং ৫২টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১২০টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

 সভায় মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় চেতনার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই যথাযথ মান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ে চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

 সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালযরে সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৭৯

**করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরামর্শ**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

 করোনা ভাইরাস নিয়ে ভীত না হয়ে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রদত্ত পরামর্শ মেনে চলার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে :

* নিয়মিত জীবণুনাশক বা সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়া উচিত।
* কাশি বা হাঁচি দিচ্ছেন এমন ব্যক্তি থেকে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন।
* হাত না ধুয়ে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু বা হাতের কনুই দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে।
* যেখানে সেখানে থুথু নিক্ষেপ করা যাবে না।
* রান্না করার আগে ভালো করে খাবার ধুয়ে নিতে হবে।
* যে কোন খাবার ভালো করে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে।
* অসুস্থ ব্যক্তি বা প্রাণীর সংস্পর্শে আসা যাবে না।
* কাপড় একবার ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলুন।
* বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।
* বাইরে ব্যবহৃত জুতা ঘরে ব্যবহার করা যাবে না। খালি পায়ে হাঁটা যাবে না।
* পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলানো বা আলিঙ্গন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। অন্যের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে।
* স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুসরণ করে নিরাপদ থাকাই উত্তম পন্থা।
* অসুস্থ বোধ করলে বাড়িতে অবস্থান করা উত্তম।
* জনাকীর্ণ স্থানে সতর্ক থেকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
* শিশু, বৃদ্ধ ও ক্রণিক রোগীদের অধিকতর সতর্ক থাকতে হবে।
* নিজেকে নিরাপদ রাখতে বিদেশ ভ্রমণ না করাই ভালো।

 করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহ, লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিলে সরাসরি জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সেক্ষেত্রে আইইডিসিআরের হটলাইন নম্বরে ফোন করলে তারা বাড়িতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করবেন।

 হটলাইন নম্বরগুলো হচ্ছে- ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯২৭৭১১৭৮৪ ও ০১৯২৭৭১১৭৮৫।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/১৬১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৮

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্য অটুট থাকতে হবে**

 **- আইনমন্ত্রী**

**ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :**

 ‘সফল হতে হলে আমাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের ঐক্য অটুট রাখতে হবে। সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের সবসময় থাকতে হবে এবং এই ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’

 গতকাল রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

 আইনমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাটা জীবন বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে গেছেন, জীবনের দীর্ঘ সময় জেল খেটেছেন। ১৯৭১ সালে আমাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই সময়ে তাঁর জন্য কর্তব্য পালনের সুযোগ এসেছে। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ঋণশোধ করার জন্য তিনি আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান।

 সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু এর সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/আসমা/*২০২০/১৬০০ ঘণ্টা*

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৭

**জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতি বছরের মতো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ দেশব্যাপী পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

 এ বছরের জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-এর প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি’ নির্বাচন যথার্থ এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গ্রহণ করেন। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে জানমাল রক্ষার জন্য দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তৈরি করা হয়েছে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মুজিব কিল্লা।

 জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-২০৩০ এর দুর্যোগ সম্পর্কিত ধারণাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ একটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। এ কারণেই বাংলাদেশের অবস্থান দুর্যোগপ্রবণ এলাকায়। সুদূর অতীত থেকেই বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে আসছে। তাই দুর্যোগের কবল থেকে জানমালের ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে তাদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। আমরা ইতোমধ্যে ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ গ্রহণ করেছি। দুর্যোগে বিপদ সংকেত প্রচার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকিহ্রাস প্রস্তুতি, দ্রুত সাড়াদান, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে আমাদের সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

 দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসচেতনতা এবং মাঠপর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে সারাবছর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং উপকূলীয় জেলাসমূহের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্য থেকে ৫৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গঠন করার পাশাপাশি ৬২ হাজার প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ নম্বরে (টোল ফ্রি) IVR পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত প্রলয়ংকরী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ আমরা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছি।

 চলমান পাতা/২

-২-

 বর্তমান সরকার দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচির ওপর গরুত্বারোপসহ সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সম্পৃক্ত করেছে। বিগত বছরগুলোতে দেশে ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ১৯,৯৬৮টি সেতু/কালভার্ট, ৩১৪৬ কি.মি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৬৬টি ত্রাণ গুদাম, ২৬৯২ কি.মি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ৬৪৯১টি সেতু/কালভার্ট এবং ৫৫০টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্ধার ও অনুসন্ধান সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। দেশে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সময়োপযোগী আইন, বিধি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

 আমি আশা করি, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামীতেও যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা ও এর ঝুঁকিহ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সক্ষম হবো।

 আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/আসমা/*২০২০/১৪২০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৮৭৬

**জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৫ ফাল্গুন (৯ মার্চ):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ মার্চ ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি’ যা জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, অসময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদির প্রকোপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জীবন-জীবিকার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ডের সংস্কৃতি বিশ্বে বাংলাদেশকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করা না গেলেও দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এ কারণে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। মুজিববর্ষে টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গণমাধ্যম, স্থানীয় জনগণসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাক-দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকিহ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/গিয়াস/জসীম/শামীম/২০২০/১৫৫৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না